আজকের কাগজ

তারিখ 29 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

20

150

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

গত তিনমাসে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭৫টি সংঘর্ষে তিনজন নিহত ও আট শতাধিক আহত হবার পরিসংখ্যান গতকালের 'আজকের কাগজে' এক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে। এসব সংঘর্ষে দেশের ক্ষমতাসীন এবং প্রধান প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রায় প্রতিটির অঙ্গসংগঠন জড়িত। সংঘাত ঘটেছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে আবার একই সংগঠনের বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে, ফলে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ফিরে আসেনি। ঐ সশস্ত্র সংঘাতে যেহেতু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনগুলো জড়িত সে কারণে ঐ সন্ত্রাসের দায়িত্ব চূড়ান্ত বিচারে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ওপরেই বর্তায়। সন্ত্রাস দমনে কঠোর আইন জারি করা হলেও তাতে অন্ততঃ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস থামেনি। ছাত্র রাজনীতি এখন কোন পর্যায়ে তা ঐ পরিস্থিতি থেকেই অনুধাবন করা চলে। বাংলাদেশে বর্তমানে কোনো ছাত্র সংগঠনের স্বাধীন বা স্বতন্ত্র কোনো নীতি বা নেতৃত্ব আছে কি–না আমাদের জানা নেই। এক একটি অঙ্গসংগঠন এক একটি রাজনৈতিক দলের ছায়া ছাড়া বিশেষ কিছু নয়, অর্থাৎ বাংলাদেশে বর্তমান ছাত্র রাজনীতির অর্থই হলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক নেতার লেজুড়বৃত্তি করা।

বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির এই অবক্ষয় শুরু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই, ক্রমে ক্রমে সংগঠনগুলো তাদের স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে ফেলে। বাংলাদেশে প্রথম সামরিক আইনের বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনের তৎপরতা নিষিদ্ধ ছিলো, সেই নিষেধাজ্ঞা অপসারিত হলে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র, শ্রমিক প্রভৃতি অঙ্গ সংগঠন গঠন ও আবশ্যিক করা হয় তখন থেকে ছাত্র সংগঠনগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লেজুড়ে পরিণত হয়। অথচ দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানী আমলে বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠন রূপে রাজনৈতিক দলের পূর্বে ছাত্র সংগঠন গঠিত হয়েছিলো। আওয়ামী লীগের পূর্বে গঠিত হয়েছিলো ছাত্রলীগ। ন্যাপের পূর্বে গঠিত হয়েছিলো ছাত্র ইউনিয়ন। বাংলাদেশ হবার পর সেই প্রক্রিয়া উল্টে যায়। স্বৈরশাসনামলে সরকারি দলের আনুষ্ঠানিক ছাত্র সংগঠন না থাকলেও বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সংগঠনে অনুপ্রবেশের দ্বারা শিক্ষাঙ্গনকে সর্বদা অশান্ত রাখা হতো। উদ্দেশ্য ছিলো ছাত্ররা যাতে সম্মিলিতভাবে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে না নামে কিন্তু সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়, ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলেই স্বৈরশাসনের দুর্গে ফাটল ধরে। তখন জেল থেকে সন্ত্রাসীদের ছেড়ে দিয়ে সে আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা চলে চরম সশস্ত্র সন্ত্রাসের মাধ্যমে কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি।

স্বৈরশাসনের পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে শিক্ষাঙ্গনে সাময়িক শান্তি বিরাজ করলেও নির্বাচিত সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ফিরে আসে। প্রত্যাশা ছিলো যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ও শৃংখলা ফিরে আসবে কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি বরং সন্ত্রাস চরম আকার ধারণ করায় সরকারকে সন্ত্রাস দমন আইন জারি ও পাস করাতে হয়। কিন্তু তাতেও সন্ত্রাস থামে না, শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ও শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ফিরে আসে না। এখন প্রশ্ন তাহলে এই সন্ত্রাসের উৎস কি এবং তা নির্মূল করার উপায় কি? এখানেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যেহেতু দেশের ছাত্র সংগঠনগুলো স্বাধীন নয় তারা কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গস্বরূপ সে কারণেই এটা মনে না হয়ে পারে না যে, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলোর অন্তর্দলীয় এবং আন্তঃদলীয় সংঘাত বোধহয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। আর তাই যদি হয় তাহলে যতোক্ষণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক ও আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক স্বাভাবিক না হচ্ছে ততোক্ষণ ছাত্র সংগঠনগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কও অস্বাভাবিকই থেকে যাচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক সম্পর্ক আবার নির্ভরশীল বিভিন্ন দলের নেতাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর। সুতরাং আপাতঃদৃষ্টিতে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনকে দায়ী মনে হলেও তা বোধহয় ঠিক নয়, এ দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত ঐসব ছাত্র প্রতিষ্ঠান যেসব রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন সেগুলোর নেতাদের